R. N. No. 2532/57

Phone No. RGG.112

Regd No.—WB/MSD—4

টেলিফোন : ৩৪-৯৫৩২
রিপ্রোডাক্সন সিন্ডিকেট
অকল্পনীয় ছাপা, পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন
৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

সবার সেরা
কালি, গাম, প্যাড ইঙ্ক
প্যারাগন কালি
প্যারাফিক্স, প্যাড ইঙ্ক
শ্যামনগর
২৪-পরগণা

৭০শ বর্ষ
১৪শ সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ ৩১শে শ্রাবণ, বুধবার, ১৩৯০ সাল
১৭ই আগষ্ট, ১৯৮৩ সাল।

নগদ মূল্য : ২৫ পয়সা
বার্ষিক ১২৲, ষ্টাম্প ১৪৲

'পুলিশ সংগঠিত সমাজবিরোধীর ভূমিকা নিয়েছে'

রাজনৈতিক সংবাদদাতা : 'মুরশিদাবাদ জেলার পুলিশবাহিনী বর্তমানে ন্যায়নীতি ও আইন কানুন বিবর্জিত একদল সংগঠিত সমাজবিরোধীর ভূমিকা নিয়েছে। স্বাধীনতার পরবর্তী ৩৬ বছরের ইতিহাসে কোনও গণ-আন্দোলনকে দমন করার জন্য এত ব্যাপক, বীভৎস এবং নির্মম পুলিশী অত্যাচারের নজীর নেই যা বাসভাড়া বৃদ্ধি প্রতিরোধকারী এস ইউ সি কর্মীদের উপর গত কয়েকদিনে চালানো হয়েছে'—এ অভিযোগ অচিন্ত্য সিংহের। শ্রীসিংহ এস ইউ সি'র জেলা কমিটির পক্ষে শনিবার বিকেলে বহরমপুরে এক সাংবাদিক বৈঠকে তাঁর বক্তব্য রাখেন। দলের পক্ষ থেকে সাংবাদিকদের কাছে একটি 'প্রেস হ্যানড্ আউট'-ও দেওয়া হয়। বাসভাড়া বৃদ্ধি সম্পর্কে এস ইউ সি'র সাম্প্রতিক প্রতিরোধ আন্দোলন সম্পর্কেই এই বৈঠকে আলোচনা হয়। শ্রীসিংহের অভিযোগ ২১ জুলাই থেকে ১ আগষ্ট পর্যন্ত এস ইউ সি কর্মীদের উপর পুলিশ যেভাবে নির্বিচারে রাইফেল ও রিভলবার থেকে গুলি ছুঁড়েছে স্বাধীনোত্তর ৩৬ বছরে তা কখনও হয়নি। মহিলা অবরোধকারীদের প্রতি পুলিশের আচরণও কলংকজনক। মহিলা পুলিশ দিয়ে মহিলাদের গ্রেপ্তার করানোর নীতি লংঘিত হয়েছে। রঘুনাথগঞ্জ ফুলতলায় মহিলাদের উপর লাঠিচার্জ করা হয়েছে। এক মহিলা নেত্রীকে যেভাবে টানা-হ্যাঁচড়া করা হয়েছে, রাস্তা দিয়ে মারতে মারতে নিয়ে গেছে পুলিশ তা শ্লীলতাহানির পর্যায়ে পড়ে। জামিনযোগ্য হওয়া সত্ত্বেও এস ইউ সি কর্মীদের জামিন না দিয়ে সারারাত রঘুনাথগঞ্জ থানায় আটকে রাখা হয়েছে।' অচিন্ত্যবাবুর মতে, 'সব চেয়ে লজ্জার কথা যারা এক সময়ে গণ আন্দোলনে পুলিশী অত্যাচারের বিরুদ্ধে

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

ভাঙ্গন বিস্তৃত, হানা রঘুনাথগঞ্জেও

নিজস্ব সংবাদদাতা : ভাগীরথীর ভাঙ্গন অবশেষে রঘুনাথগঞ্জেও হানা দিয়েছে। বাজারপাড়া বরদাসুন্দরী ঘাটের কাছে পশ্চিম পার যেভাবে দ্রুতলয়ে ভাঙ্গছে তাতে রীতিমত আশংকা দেখা দিয়েছে। ওই এলাকার বাসিন্দারা এ ব্যাপারে ভাঙ্গনরোধ বিভাগের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। এদিকে মিঠিপুর, বোলতলা থেকে নুরুল ইসলাম জানিয়েছেন, ওই এলাকায় পদ্মার ভাঙ্গন আরো ভয়ংকর হয়ে উঠেছে। ইংরাজী 'ইউ' অক্ষরের ভঙ্গিতে এই ভাঙ্গন মিঠিপুর ২নং স্পারটিকে নিশ্চিহ্ন করেছে। ১নংটিও ধ্বংসের মুখে। গ্রামের বিপন্ন অধিবাসীরা এ ব্যাপারে বার বার আবেদন করেও ফল পাচ্ছেন না। ভাঙ্গন প্রতিরোধ দপ্তরের রঘুনাথগঞ্জ ডিভিসন সূত্রে জানা গেছে, জঙ্গিপুরের বিভিন্ন এলাকায় ভাঙ্গনরোধের ব্যাপারে যে প্রকল্পগুলি পাঠানো হয়েছিল রাজ্য সেচ দপ্তর সেগুলির অনুমোদন দিয়েছেন। কিন্তু এ পর্যন্ত যে স্পারগুলি বাঁধানো হয়েছে, তার পার্শ্ববর্তী এলাকাগুলি ফের ভাঙ্গনের কবলে পড়েছে। সেখালিপুর হাই স্কুল ও প্রধান রাস্তাকে ভাঙ্গনের কবল থেকে বাঁচাতে দ্রুত গতিতে কাজ শুরু করার জন্য সেচমন্ত্রী নির্দেশ দিয়েছেন বলে জানা গেছে।

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

গ্রন্থাগারের অচলাবস্থায় মন্ত্রী ক্ষুব্ধ

নিজস্ব সংবাদদাতা : মুরশিদাবাদ জেলার গ্রন্থাগারগুলির সঙ্গীন দশায় সংশ্লিষ্ট দপ্তরের মন্ত্রী ছায়া বেরা ক্ষুব্ধ। সম্প্রতি লালবাগে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের ৯ম জেলা সম্মেলনে শ্রীমতী বেরা তাঁর এই ক্ষোভের কথা প্রকাশ করেন। তিনি সদস্যদের কাছে গ্রন্থাগারগুলির দুরবস্থার কথা আগ্রহ সহকারে শুনে ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দেন। মন্ত্রী বহরমপুরে জেলা গ্রন্থাগারটিও মেরামতির পর খুব দ্রুত চালু করার প্রতিশ্রুতিও দিয়ে যান। ওই সম্মেলনে ১৪৭টি গ্রন্থাগারের ১৮৩ সদস্য যোগ দেন।

রেল দপ্তরে রহস্যাবৃত 'ভূরি ভূরি ডাক্তারী সার্টিফিকেট'

নিজস্ব সংবাদদাতা : কল্যাণী হাসপাতালে কর্মরত এক ডাক্তারবাবুর নামে দাখিল করা প্রায় হাজার দশেক সার্টিফিকেট নিয়ে রেল দপ্তরে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। ওই ডাক্তারবাবুর নাম প্রবীরকুমার সাহা। বাড়ি ধুলিয়ানে। প্রবীরবাবু ৭৭-৭৮ সালে অনুপনগর স্বাস্থ্য কেন্দ্রে কর্মরত ছিলেন। সেখান থেকে '৭৮ সালের ডিসেম্বর মাসে গাজীনগর স্বাস্থ্য কেন্দ্রে বদলী হন। পরের বছর মার্চ্চ মাসে তাঁকে পাঠানো হয় কল্যাণীর একটি হাসপাতালে। বর্তমানে সেখানে কর্মরত থেকেও ওই ডাক্তারবাবু ধুলিয়ান রেল দপ্তরের পি ডবলু আই সেকসনে কর্মচারীদের নামে ফিটনেস সংক্রান্ত হাজার সাতেক সার্টিফিকেট দিয়েছেন যা বর্তমানে ওই দপ্তরে জমা হয়ে রয়েছে। ওই সার্টিফিকেটগুলি ইস্যু করা হয়েছে বেশ কয়েক মাস ধরে। সন্দেহ করা হচ্ছে, এই সার্টিফিকেটগুলি প্রবীরবাবুর প্যাডে লেখা হলেও তাঁর নিজস্ব হাতে লেখা নয়। শুধু ধুলিয়ান পি ডবলু আই বিভাগেই নয়, ওই ডাক্তারবাবুর নামে আরও কয়েক হাজার সার্টিফিকেট নাকি রেলের হাওড়া ডিভিসনের বহু সেকসনেই জমা হয়ে রয়েছে। এ নিয়ে সোরগোল

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

পোষ্টমাষ্টারের অন্তর্ধান নিয়ে জঙ্গিপুরে চাঞ্চল্য

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জ থানার দয়ারামপুর ডাকঘরের পোষ্ট মাষ্টার সুখেন্দু দাসের অন্তর্ধান নিয়ে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। ১২ আগষ্ট রঘুনাথগঞ্জ প্রধান ডাকঘর কর্তৃপক্ষ খবরটি জানতে পেরে এক ওভারসীয়ারকে ওই ডাকঘরের কাজ চালাতে নির্দেশ দিয়েছেন। এই অন্তর্ধান রহস্য সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট পোষ্ট মাষ্টারের বাবাও কিছু জানেন না। এ নিয়ে খোঁজ খবর চালানো হচ্ছে।

তিন নয়, দুই

রাজনৈতিক সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর মহকুমায় আর এস পি তিনটি নয়, দুটি গ্রাম-পঞ্চায়েতে ক্ষমতাসীন হয়েছেন। সরকারী সূত্রে কিছু ভুলভ্রান্তি থাকায় 'জঙ্গিপুর সংবাদ' পত্রিকার গত সংখ্যায় আর এস পিকে তিনটি গ্রাম পঞ্চায়েতের দখলদার বলে উল্লেখ করা হয়। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে আহিরণ গ্রাম পঞ্চায়েতটি সি পি এম দখল করেছে এবং এটি ধরে সি পি এম দখলীকৃত গ্রাম পঞ্চায়েতের সংখ্যা বেড়ে একত্রিশে দাঁড়িয়েছে। অবশ্য এই ভ্রান্তি সত্ত্বেও ১ পঞ্চায়েত সমিতির বোর্ড গঠনে তেমন কোন পরিবর্তন ঘটাবে না।

ইটশিল্পে ধর্ম্মঘট

নিজস্ব সংবাদদাতা : ইটশিল্পের উপর থেকে ফ্যাক্টরী অ্যাক্ট, প্রভিডেন্ট ফাণ্ড অ্যাক্ট প্রভৃতি প্রত্যাহারের দাবীতে জেলায় ইট ভাটা মালিকেরা 'বিক্রয় বিরতি' আন্দোলনে নেমেছেন। এই আন্দোলন শুরু হয়েছে ১৬ আগষ্ট। চলবে ৩০ আগষ্ট পর্যন্ত। মুরশিদাবাদ জেলা ব্রীক ফিল্ড ওনার্স এ্যাসোসিয়েশন সূত্রে বলা হয়েছে, নানাবিধ আলোচনা, স্মারকলিপি প্রদান করেও সরকারী তরফে সাড়া না পাওয়াই আন্দোলনের ডাক দেওয়া হয়েছে।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

৩১শে শ্রাবণ বুধবার, ১৩৯০ সাল

'হিন্দুস্তাঁ হমারা'

আজ ১৭ই আগ । গত ১৫ই আগষ্ট স্বাধীনতা দিবস যথারীতি দেশের সর্বত্র উদ্‌যাপিত হইয়াছে। বহির্ভারতের ভারতীয়েরা নানা স্থানে স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন করিয়াছেন। পৃথিবীর তাবৎ রাষ্ট্রসমূহ ভারতের স্বাধীনতা দিবসে বিবিধ শুভেচ্ছা বাণী প্রেরণ করিয়াছেন। ওই দিনটিতে বিভিন্ন নেতৃবৃন্দ জাতিকে কর্তব্যের বহু কথা শুনাইয়াছেন। তেমনি তাঁহারা জাতির সেবায় নূতন নূতন সংকল্পের কথা বলিয়াছেন।

প্রতি বৎসরই একই ধারার কর্মসূচী পালিত হয় কিন্তু এই সঙ্গে এক সময় স্বাধীনতা অর্জনের জন্য শত শত বীর শহীদের আত্মোৎসর্গের কথা স্মরণ করা হয়। সমগ্র জাতি ঐ সব বীর ত্যাগীকে স্মরণ করেন শ্রদ্ধানত-চিত্তে।

কিন্তু ঐ বীর সংগ্রামী শহীদের দল কি স্বাধীনতার আধুনিক রূপ দেখিতে হাসি মুখে মৃত্যু বরণ করিয়াছিলেন? তাঁহারা কি একবারও চিন্তা করেন নাই যে, ইংরাজ ভারত ছাড়িয়া গেলেও বিষবৃক্ষের বীজ করিয়া যাইবে; কিন্তু এই ভারতের মানুষই, যাঁহাদের সুখ-শান্তি-সমৃদ্ধির কামনায় তাঁহাদের মরণ বরণ, সে বিষবৃক্ষকে সমূলে উৎপাটিত করিয়া দিবে? হাঁ, সেই আশা লইয়াই বীরেরা চলিয়া গিয়াছেন।

তবে ঘটনার চিত্র অন্যরূপ। স্বাধীনতার ছত্রিশ বৎসর অতিক্রান্ত। দেশের অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি জটিল হইতে জটিলতর হইতেছে। দেশমাতৃকার যে অঙ্গচ্ছেদ আমরা একদা মানিয়া লইয়াছিলাম, তাহারই বিষবাষ্প দিকে দিকে প্রকট। প্রথমতঃ, কেন্দ্রে ও রাজ্যে ভিন্ন দলের শাসন যেখানে যেখানে আছে, সেখানে মনের তারতম্য, মানসিকতার তারতম্য। রাজ্য-শাসকদল কেন্দ্র-শাসকদলকে নানা-ভাবে নিন্দা-সমালোচনা করিতেছে। কেন্দ্রীয় শাসকদলও ঐ ঐ রাজ্যশাসনে উপযুক্ত মনোভাব প্রদর্শনে বিমুখ। দ্বিতীয়তঃ, নানা জায়গায় বিচ্ছিন্নতা-বাদ দৃষ্টিভঙ্গি তথা কার্যক্রম চলিতেছে। ভারতরাষ্ট্রদেহে আঘাত হানিবার এক সুপরিকল্পিত ষড়যন্ত্রে লিপ্ত এই ভারতেরই জনগণ, যে জনগণের পূর্বসূরীরা দেশ-মাতৃকার খণ্ডিত দেহে একদা বহু আস্ফালন ও বহ্বাড়ম্বর করিয়া গিয়াছেন। বিষবৃক্ষ শাখাপ্রশাখা ছড়াইয়াছে ভারতের পূর্বপ্রান্তে ও উত্তরপ্রান্তে। পরবর্তীকালে স্বাধীনতাপ্রাপ্ত শ্রীলঙ্কাতে একই বিষবীজ রোপণ করিয়া ইংরাজের প্রস্থান ঘটিয়াছিল। আজ সেখানে যাহা ঘটিতেছে, তাহা ত প্রত্যাশিত ভারতের নাগরিক, ভারতেরই অন্ন-জল-বায়ু গ্রহণ করিয়া অভারতীয় মনোভাবের দৃষ্টান্ত বিরল নয়। পূর্ব-সীমান্ত অঞ্চলসমূহে বিদেশী অনুপ্রবেশ এবং এদেশের জনগোষ্ঠীর মধ্যে মিশিয়া যাওয়ার পিছনে কি উদ্দেশ্য থাকিতে পারে, ভাবিবার কথা। আর ভারতীয় পরিচয়পত্র হাতাইবার যে রক্ষাকবচ তাহা অবিদিত থাকিবার কথা নয়। তৃতীয় রিপুর প্রভাব সর্বত্র। একদিন এই লোভজনিত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইতে পারে যদি না দৃঢ়হস্তে পরিস্থিতির মোকাবিলা করা হয়।

তাই স্বাধীনতা লাভের ৩৭তম বর্ষে দেশাত্মবোধ সম্পর্কে নূতনভাবে চিন্তা করিতে হইবে সকলকেই। নাগরিক অধিকার ও কর্তব্য বিষয়ের নবমূল্যায়ন প্রয়োজন। সেই অধিকারের নামে দেশীয় স্বার্থ, জাতীয় স্বার্থ বিঘ্নিত করা চলিবে না।

জন্মদিনে শ্রীঅরবিন্দ

সুমন পাঠক

জাতীয় জীবনে পনেরই আগষ্ট এক স্মরণীয় দিন। পরাধীনতার নিগর হতে বন্ধন মুক্তির দিন। অনেক অশ্রু, অনেক রক্ত, অনেক জীবনের মূল্যেই এসেছে স্বাধীনতা—জাতির ভাগ্যাকাশে উদিত হয়েছে স্বাধীনতার অরুণোদয়। সেই সঙ্গে এই দিনটি তাৎপর্য্যময় হয়ে উঠেছে ঋষি শ্রীঅরবিন্দের মত এক দিব্য জীবনের আবির্ভাবে। তিনি ছিলেন জীবনে কর্মযোগী, সাধনায় অধ্যাত্মবাদী। রবীন্দ্রনাথ তাঁকে বলেছিলেন 'স্বদেশ আত্মার বাণীমূর্ত্তি'। দেশ তাঁর কাছে শুধু ভূমিখণ্ড ছিল না, দেশ ছিল মূর্তিমান বিগ্রহ। দেশের মানুষের মধ্যে চেয়েছিলেন—দেশাত্ম-বোধের উন্মেষ ঘটাতে। তাঁর মধ্যে ছিল বিপ্লবীচেতনা। 'বন্দেমাতরম' পত্রিকার মাধ্যমে তিনি দেশের তরুণ সমাজকে দেশাত্মবোধে উদ্দীপিত করেছিলেন। এর জন্য গড়ে ছিলেন তিনি রুষ্ট রাজরোষে। লৌহকপাটে অন্তরালে হয়েছিলেন অন্তরীণ এখানেই তিনি পেয়েছিলেন জীবনের দিব্য দৃষ্টি। দেখেছিলেন তাঁর ঈশ্বরকে। এ ঈশ্বরই তাঁর 'বাসুদেব', তাঁর 'নারায়ণ'। কারান্তরালে এই দেব-দর্শন ঈশ্বরের একান্তই অনুগ্রহ বলে তাঁর মনে গভীর বিশ্বাস হয়েছিল। এখানে বসেই তাঁর জীবনে ঘটেছে অধ্যাত্ম চিন্তার উন্মেষ। তাঁর কাছে সনাতন ধর্ম্ম এবং জাতীয়তা পৃথক বলে হয়নি। বরং সনাতন ধর্ম্মই যে জাতীয়তা এ দৃঢ় প্রত্যয় তাঁর হয়েছিল এবং তিনি তাঁর এক ভাষণে তা উল্লেখ করেছিলেন।

তাঁর সাধনা ছিল মানব মুক্তির সাধনা। তিনি একটি গ্রন্থে বলেছেন 'আমরা যে যোগসাধনা করি তা শুধু আমাদের জন্য নয়, তা বিশ্বমানবের জন্যে। এই যোগসাধনার প্রধান উদ্দেশ্য হলো মানবজাতির মুক্তি, ব্যক্তিগত আনন্দ নয়। সমস্ত পৃথিবীর উপর ভাগবত আনন্দ নামিয়ে আনা—সংসারে স্বর্গ-রাজ্য বা আমাদের সত্যযুগ নামিয়ে আনাই এর উদ্দেশ্য।' তিনি সাধনায় সিদ্ধি লাভ করেছিলেন—পেয়েছিলেন দৈব শক্তি। তিনি বলতেন—'এই পতিত জাতটাকে উদ্ধার করিবার বল আমার গায়ে আছে, শারীরিক বল নয়—জ্ঞানের বল।' অতি মানস শক্তিই ছিল তার আধ্যাত্মিক বল। এই শক্তি দিয়েই তিনি চেয়েছিলেন—মানবমুক্তি ঘটাতে। জন্মদিনের পনেরই আগষ্ট সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি বলেছিলেন "১৫ই আগষ্ট স্বাধীন ভারতের জন্ম হলো। ঐ দিনে ইতিহাসের একটা প্রাচীন যুগের অবসান হয়ে নূতন যুগের সূত্রপাত হলো। .....ব্যক্তিগত দিক হতে এটি আমারও বিশেষ আনন্দের দিন। কারণ এই তারিখেই আমার জন্মদিন উপলক্ষে যারা আমার জীবনাদর্শ গ্রহণ করেছে সেই সব ভক্তেরা আমার জন্মোৎসব পালন করতো এবং এই তারিখটি সকলের কাছে আরও ব্যাপক ও বিশিষ্টভাবে স্মরণীয় হয়ে রইলো। একজন 'মিষ্টিক' হিসাবে এরূপ তারিখের মিল হওয়াতে আমি একটা দৈব যোগাযোগ বলে মনে করি।" সাধক এবং স্বাধীনতার জন্মদিন হিসাবে পনেরই আগষ্ট তাই তাৎপর্য্যমণ্ডিত এবং স্মরণীয়।

এবং আমরা

কুনাল রায়

আর মাত্র কিছুক্ষণ—
তারপর পর্দা উঠলেই
শুরু হবে নাটক;
মঞ্চে এসে দাঁড়াবে মহারাজ
পরণে ঝলমলে জরির কাজ
করা পোশাক।
আজকের অভিযোগ
"রাজ্যে ঘোর অরাজকতা।"
"মিথ্যে কথা।"
ধমকে ওঠেন মহারাজ "ও সব গুজব"
সর্বত্র শান্তি আছে "ঠিক আছে সব"
এমনি দৈনিক।
নপুংসক আনন্দে আমরা মাতাল
বিহ্বল চিত্তে দিই হাততালি।
এবং আমরা
সভ্যতার কড়া পোশাকে
এখনো সৈনিক।
এখন প্রস্তুত চিতা;
ইতঃস্তত ছড়ানো শব,—
ক্রমান্বয় মিছিলের অভিযান শেষে
শুরু হলে বহ্ন্যুৎসব,
সমস্বরে হেঁকে বলি—মহারাজ!
রক্তে ঝাঁকি নেই তবু সভ্যতার জাহাজ
বন্দরে আমরা ভিড়িয়েছি ঠিক ঠিক।

১৯৮০
(সুকান্তের অনুসরণে)

ঠাকুরদাস শর্ম্মা

অবাক পৃথিবী অবাক করলে মোরে,
আদি বন্যতা আজো হেরি চারিধারে।
চার দশকের স্বাধীনতা শেষে হেরি
মানুষে জড়ায়ে এখনো শোষণ বেড়ি।
বিশ শতকের শেষে ঘণ্টা বাজে
ক্ষুধিত জনতা পথে পথে তবু রাজে।
শাসনের নামে আজিও শোষণ চলে
শোষিত মানুষ মোহিত যে
মিঠা বোলে।
অবাক পৃথিবী অবাক করলে তুমি
জ্বলে না আগুন, নীরব ভারত ভূমি।
ভাগ্যের দোষে ডাকি শুধু ভগবানে
শীতল শোণিত উষ্ণ হ'তে না জানে।
সেলাম পৃথিবী সেলাম তোমারে
সেলাম
কোথা বিপ্লব? স্বপ্নই দেখে
গেলাম।

গানে ও আপ্যায়নে
চা ঘরের চা
রঘুনাথগঞ্জ ॥ মুর্শিদাবাদ
ফোন—৩২

সবার প্রিয় চা—
চা ভাণ্ডার
রঘুনাথগঞ্জ সদরঘাট
ফোন—১৬

স্মৃতির দর্পণে ইতিহাসের ছায়া

প্রফুল্লকুমার গুপ্ত

[১৯৩১ সালের মার্চ্চ মাসে শহীদ ভগৎ সিং তাঁর তিনজন সঙ্গীসহ ফাঁসিতে আত্মদান করেছিলেন। এ বছরে দেশের সর্বত্র বিশেষ আড়ম্বরের সঙ্গে দিবসটি উদ্‌যাপিত হয়েছে। প্রতিবেদনটি সেই উপলক্ষে প্রকাশ করা হল।

সম্পাদক, জঙ্গিপুর সংবাদ]

জীবন যতক্ষণ চলে, ততক্ষণ তার গায়ে দাগ লাগে না, পিছন ফিরে চেয়ে দেখার অবকাশও হয়তো থাকে না। কিন্তু যখন তা নিশ্চল হয়ে আসে, বেঁচে থাকার উত্তাপ যখন নিঃশেষ হয়ে যায়, তখন ক্লান্ত, বিষণ্ণ রোগজীর্ণ জীবনে পেছনে ফেলে আসা দিন, হারিয়ে যাওয়া ঘটনাগুলি, স্মৃতির দর্পণে ভেসে উঠতে থাকে। জীবনের বাইরের দিকে যে ঘটনার স্রোত প্রবাহিত হয়ে গিয়েছে, মনের মধ্যে সেইসব ঘটনার ছাপই যে সুস্পষ্ট হয়ে রয়েছে এমন কথা হলফ্ করে বলতে পারি না। কিন্তু এমন কতগুলি ব্যক্তি এবং ঘটনা আছে যেগুলি স্মৃতি-পটে উজ্জ্বল নক্ষত্রের মতই জ্বল জ্বল করে জ্বলছে। দেশ, কাল ও অবস্থার যোগাযোগে এক একটি ঘটনা মনকে এমন গভীরভাবে নাড়া দিয়েছে যে, বহু বছরের ব্যবধানেও তা ভুলতে পারিনি। কৈশোর-যৌবন রাজ্য সীমান্তরেখায় স্মৃতির দর্পণে ইতিহাসের যে ছায়া পড়েছে, জীবন সায়াহ্নের প্রদোষ অন্ধকারে আজও তা ম্লান হয়ে যায়নি।

ভারতবর্ষে ১৯০ বছর ইংরেজ শাসনকালে ১৯০৯ সালে মর্লিমিণ্টো শাসন সংস্কার থেকে আরম্ভ করে ১৯৪৬ সালে তেসরা জুনের ঘোষণা পর্য্যন্ত যেমন দফায় দফায় শাসন সংস্কার হয়েছে, তেমনি একের পর এক কমিশন এসেছে নানা রকম পরিকল্পনা নিয়ে ; কিন্তু ১৯২৮ সালে সাইমন কমিশনের ভারতে পদার্পণের সেই ঘটনাটি স্মৃতির দর্পণে আজও অমলিন হয়ে আছে। ১৯২৮ এর ফেব্রুয়ারী। সাইমন কমিশনের ভারত আগমন উপলক্ষে সারাভারতে হরতাল পালন করা হ'ল। তেমন হরতাল ভারতবর্ষ আর কখনও দেখেনি। গোটা দেশটা একসঙ্গে বলে উঠলো—'গো ব্যাক' সাইমন ফিরে যাও। পাঞ্জাবে বিক্ষোভ প্রকাশের সময় লাঠি চালাল পুলিশ, সে লাঠি এসে পড়ল লাজপৎ রায়ের বুকে। মর্ম্মান্তিক হ'ল সে আঘাত। লালাজী শেষ পর্য্যন্ত দেশ মাতৃকার বেদীমূলে দেহরক্ষা করলেন। কিন্তু তার জন্য সণ্ডার্সকেও চরম মূল্য দিতে হয়েছিল। একমাস যেতে না যেতেই বিকেল চারটের সময় প্রকাশ্য রাজ-পথে সণ্ডার্সকে গুলি করে হত্যা করল হিন্দুস্থান রিপাবলিকান আর্মির যুবকেরা। মনে পড়ে তারপর সাইমন কোলকাতায় এসেছিল ২৯শে ফেব্রুয়ারী শ্রদ্ধানন্দ পার্কে হয়েছিল এক বিরাট জনসভা, শুধু তাই নয় কোলকাতায় একই সঙ্গে ৩২টি ওয়ার্ডে ৩১টি জনসভা হয়েছিল। সেইসব সভায় বিলিতি পণ্য বর্জনের সংকল্প নেওয়া হয়েছিল। কোলকাতার দশ হাজার মহিলার এক সমাবেশে বিলিতি কাপড় বয়কটের শপথ উচ্চা-রিত হয়েছিল। সেদিন মনে হয়েছিল ১৯০৫ থেকে বাংলার যে সাধনা চলে এসেছে তা বৃথা যায়নি। বৃথা যায়নি বাংলার সাহিত্য, কবিতা, গান, মুকুন্দ দাসের যাত্রা।

তারপর সাইমন গিয়েছিল—মাদ্রাজে, নাগপুরে এবং ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে। কিন্তু সর্বত্র সেই এক কথা—'সাইমন ফিরে যাও'। ২৬শে এপ্রিল যখন লণ্ডনে ফিরে গেল, তখনও দেড়শো ভারতীয় বিক্ষোভ জানালো। কিন্তু হ'লে হবে কি ? ভারতের ভালো করার স্বপক্ষে ২৩শে ডিসেম্বর বেরোলো সাইমন কমিশনের রিপোর্ট কিন্তু সাইমনের ভারতে আসা এবং ফিরে যাওয়ার ঘটনার চেয়ে সণ্ডার্স হত্যা এবং মীরাট ষড়যন্ত্র মামলা স্মৃতির দর্পণে যে ছায়া ফেলে-ছিল, আজও তা সুস্পষ্ট হয়ে আছে। মীরাট ষড়যন্ত্র মামলা সম্পর্কে সারা-ভারত জুড়ে ব্যাপক গ্রেপ্তার হ'ল। সণ্ডার্স হত্যা সম্পর্কে শুধু নির্বিচারে ধরপাকড়ই হ'ল না, অকথ্য নিপীড়ন ও নির্যাতন চলে ছাত্র ও জাতীয়তা-বাদী কর্মীদের ওপর। কোলকাতা বোম্বাই, মাদ্রাজ, লক্ষ্ণৌ, পুনা, এলাহাবাদ, চাঁদপুর, ঢাকায় শ্রমিক আন্দোলন সংশ্লিষ্ট কর্মীদের গ্রেপ্তার করে মীরাটে হাজির করা হ'তে লাগল। কিন্তু ধরা পড়েও নিস্তার নাই, ট্রেনে, জেলে সর্বত্র হাতকড়া এবং পাছে কেউ চেনে সেই জন্য মোটা বোরখা জড়িয়ে চালান হ'ল সন্দেহভাজনেরা। কোলকাতায় বিলেতী কাপড়ের বহ্ন্যুৎসব উপলক্ষে গান্ধীজীও সদলে গ্রেপ্তার হ'লেন। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে গ্রেপ্তার করা হ'ল—'ইণ্ডিয়া ইন্ বণ্ডেজ' প্রকাশনার জন্য। নিখিলবঙ্গ নির্য্যা-তিত রাজনৈতিক কর্মী দিবস পালন উপলক্ষে শান্তিপূর্ণ মিছিল বের করার জন্য সুভাষচন্দ্রকে গ্রেপ্তার করা হ'ল। সেই ব্যাপারে এক ষড়যন্ত্র মামলাও খাড়া করা হয়েছিল যতদূর মনে পড়ছে।

কিন্তু সেদিন এইসব কোলাহলকে ছাপিয়ে উঠেছিল ভগৎ সিংদের বোমার আওয়াজটা। সেন্ট্রাল এসেম্বলির সভাকক্ষে পড়ল বোমা আর সেই সঙ্গে হিন্দুস্থান সোস্যালিষ্ট রিপাবলিকান আর্মির ইস্তাহার। যেদিন ভগৎ সিং ও বটুকেশ্বর দত্তের যাবজ্জীবন দীপান্তর হ'ল সেই দিনই মীরাট মামলার শুনানী আরম্ভ হয়ে-ছিল। কিন্তু সণ্ডার্স হত্যা ও লাহোর ষড়যন্ত্র মামলা একই সঙ্গে আরম্ভ হ'ল লাহোরে জেলের ভিতরে। কিন্তু বন্দীরা জেলের ভেতরে মর্য্যাদার লড়াই আরম্ভ করল। সে লড়াই সেদিন সারা বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। জেলের মধ্যে বন্দীরা অনশন আরম্ভ করেছিলেন। কংগ্রেস এ, আই, সি, সির আগষ্ট বুলেটিনেও ভগৎ-বটুকের অনশনের কথা ছিল। তখন ভগৎ-বটুকের অনশনের সপ্তম সপ্তাহ। আর সকলের দিন সতের। অনশনের ফলে ওঁরা এত দুর্বল যে আদালতে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয় না। শুনানী বারবার মুলতুবী করতে হয়। নির্লজ্জ গভর্ণমেণ্ট অর্ডিনান্স জারী করলেন। ওঁদের অনুপস্থিতিতেই মামলার শুনানী চলবে। কিন্তু যে খবর সেদিনকার সব খবরকে ছাপিয়ে গিয়েছিল, তা হ'ল যতীন দাসের আত্মদান। বঙ্গ ভঙ্গের মুখে যতীন দাসের জন্ম। সেকালের দামাল ছেলের তাপ লেগেছিল ওঁর শৈশবে। বঙ্গবাসী কলেজের ছাত্র, পড়া ছেড়ে দিয়ে যতীন দাস আত্মনিয়োগ করলেন দক্ষিণ কোলকাতা কংগ্রেস কমিটির কাজে। ভারতের বাইরে বিপ্লবী নেতা-দের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষার এক কেন্দ্র হ'ল দক্ষিণ কোলকাতা এবং তারই ভার যতীন দাসের উপর। এই কাজেই রহমত মিঞা ওরফে যতীন দাস খিদিরপুর ডকের কাছে পান-বিড়ির দোকান সাজিয়ে বসেছিল। আসল কাজ বিদেশ থেকে অস্ত্র-শস্ত্র আমদানীর ব্যবস্থা। কিন্তু দক্ষিণেশ্বরে বোমার কারখানা আবিষ্কারের পর রহমত মিঞাকে দোকান পাট তুলে গা ঢাকা দিতে হয়। কাকোরী ডাকাতির পর মীরাটে দলের এক বৈঠক বসে। যতীন দাস সে বৈঠকে যোগ দিয়ে এসেই কোলকাতায় বেঙ্গল অর্ডিনান্সে ধরা পড়ে। তিন বছর নানা জেলে। কাকোরী ষড়যন্ত্র মামলাতেও জড়ানোর চেষ্টা হয়, কিন্তু ব্যর্থ সনাক্তকরণের ফাঁক দিয়ে যতীন দাস অব্যাহতি পান।

জেলেও শান্তি নেই বিপ্লবীর। পদে পদে বিবাদ ও লাঞ্ছনা। ঢাকা সেন্ট্রাল জেলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের সঙ্গে ঝগড়ার ফলে ওরা যতীনকে বর্বরের মত মারে। যতীন সে যাত্রা অনশন করেন একাদিক্রমে ২৩ দিন। শেষ পর্য্যন্ত ঢাকা জেলের সুপারিণ্টে-ণ্ডেণ্ট নতি স্বীকার করেন। তারপরই চালান হয়ে যান সুদূর মিয়াবালী জেলে। ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে মুক্তি। কিন্তু বিপ্লবীর ললাটে মুক্তি রেখা থাকে না। তবু কারা মুক্তির অবসরটুকু নিয়োগ করলেন সুভাষচন্দ্রের বেঙ্গল ভলাণ্টিয়ার্স সংগঠনে। আর এরই মধ্যে গোপন শেকড় ছড়িয়ে পড়ল পাঞ্জাব অবধি। ভগৎ সিং, সুখদেব, বটুকেশ্বর, কুন্দন-লাল, বিজয়কুমার সিংহ, জয়দেব প্রমুখের সঙ্গে একই রস আহরণ করে চলেছেন যতীন দাস, লাজপত রায়ের বদলা সণ্ডার্সের বুক লক্ষ্য করে দুলতে লাগল এক অলক্ষ্য ফণা। ওঁদের সেন্ট্রাল কমিটিতে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল।

কিন্তু বৃটিশ শাসকের অক্টোপাস ছিল প্রবলতর ও সহস্রচক্ষু। যতীন দাস ধরা পড়লেন এবং খুনী বদমাইস-দের জেল বলে কুখ্যাত লাহোরের বোরষ্টাল জেলে যতীন দাস শেষবারের মত বন্দী হ'লেন। কুখাদ্য, অসদ্ব্য-বহার, অন্যায় আচরণ, অসহ্য, অমর্য্যাদাকর। প্রাণ তুচ্ছ হয়ে গেল সঙ্কল্পের কাছে। যতীন দাসসহ সকলেই আমরণ অনশন করলেন। বৃটিশ সরকারের জেদ পাশবিক জবর-দস্তি। হোক কুখাদ্য তবু খেতে হবে। আট-ন জন ধরত অসহায় নিরস্ত্র বন্দীকে—মাথায়, বুকে, হাতে, পায়ে, নাকের ভিতর দিয়ে লম্বা নল, পেট অবধি দুধের করুণাধারা। কিন্তু যতীন দাসের জেদ ও অসহযোগিতা, দৃঢ়তা ঐ সমবেত শক্তিকেও পরাস্ত করতে লাগল। নাসারন্ধ্র, শ্বাসনালী, খাদ্যনালী, ছিন্নভিন্ন, ক্ষতদুষ্ট হয়ে গেল। না, চিকিৎসার অশ্রদ্ধেয় প্রলেপ নয় ; মৃত্যুকে সে চিনেছে, সে আসতে লাগল প্রতি মুহূর্তের কাঁটায় বিঁধে বিঁধে। চোখ অন্ধ হয়ে যাচ্ছে, শ্রবণ বধির হয়ে যাচ্ছে, অবশ

(৪র্থ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

স্মৃতির দর্পণে

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

হয়ে আসছে সর্ব অঙ্গ, কিন্তু সঙ্কল্প অটুট। যন্ত্রণা উদাসীন যতীন দাস অদৃশ্য দুই বাহু বাড়িয়ে মৃত্যুকে অভ্যর্থনা জানাতে লাগলেন। যতীন দাস তখন মৃত্যুর একটি হাত ধরে ফেলেছেন দৃঢ় মুষ্টিতে। সরকারের প্রেষ্টিজ জখম হয়েছিল। কারা আইন সংস্কারের একটা সিদ্ধান্ত নিলেন এবং কমিটিও নিয়োগ করলেন। ক্ষুদ্র চিত্ত কমিটির সদস্যেরা আশ্বাস দিতে এলেন এই মুমূর্ষু বিপ্লবাকে। যতীনের চিত্ত তখনও স্থির। প্রত্যাখ্যান করলেন। আগে অনশনের শর্ত পূরণ, পরে কথা। সে এক সঙ্কটকাল। সকলেই অনশন প্রত্যাহার করে নিয়েছেন। যতীন অনির্বাণ। তারপর ? তারপর শেষ যবনিকা। শিখা নির্বাপিত হ'ল কিন্তু চারিদিক জ্যোতির্ময় হয়ে উঠল। তারিখটা স্মৃতির দর্পণে উজ্জ্বল নক্ষত্রের মত জ্বল জ্বল করে জ্বলছে। ১৩ই সেপ্টেম্বর, চৌষট্টি দিনের প্রান্ত রেখা, শপথ সমুজ্জ্বল।

জাতির সংহতির প্রশ্ন নিয়ে আজকের দিনে এত যে বিরোধ, এত বিতণ্ডা, কিন্তু সেদিন ? সেদিন যতীনের ঐ অমর প্রাণ-পুত দেহটা নিয়ে সারা ভারত যেভাবে কাড়াকাড়ি করেছিল, আজ তা ভাবতেও পারা যায় না। বোম্বাই বলেছিল—ঐ দেহটা আমাদের চাই, যত টাকা লাগে দেব। পাঞ্জাব বলেছিল দাবী আমাদের,—আমরাই দেব। ৬৪ দিনের অনশন-ক্লিষ্ট ঐ শুকনো দেহটা পাওয়ার জন্য সারা ভারতের সে কি আকুলতা। সুভাষচন্দ্র তখন বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির সভাপতি ; টাকা পাঠিয়ে দিয়েছিলেন যতীনের সেই পবিত্র দেহাবশেষ আনতে। ১৪ তারিখে শ্মশান যাত্রা বিজ্ঞাপিত হয়েছিল। সেই শোক মিছিল যারা দেখেনি, আজ তাদের কেমন করে বোঝাব ? যতীন দাসের চিতার আগুনের উত্তাপ যেমন সেদিন লেগেছিল বাঙলার ঘরে ঘরে ; ওদিকে তেমনি ভগৎ সিং, রাজগুরু এবং শুকদেবের ফাঁসীর মঞ্চে আত্মদা পাঞ্জাবকে উত্তপ্ত করে তুলেছিল। আজ শহীদ ভগৎ সিং-এর আত্মদানের দিন। ১৯৩১ সালের মার্চ মাসের এই দিনটিতে তিনি সঙ্গীগণসহ ফাঁসীতে আত্মদান করেছিলেন। স্মৃতির দর্পণে ইতিহাসের সেই দিনগুলির ছায়া আজও অম্লান হয়ে আছে।

ভারত হল পৃথিবীর দ্বিতীয় অন্যতম জনবহুল দেশ। কিছুদিন আগে পর্যন্ত খাদ্যশস্য আমদানী করার জন্য আমাদের প্রচুর পয়সা খরচ করতে হত। কিন্তু এখন খাদ্যশস্য উৎপাদনে আমরা স্বাবলম্বী হয়ে উঠেছি—এটা কম বড় কৃতিত্ব নয়।

আমরা বিশ্বের অন্যতম শিল্পোন্নত দেশ। রেডিও থেকে কম্পিউটার, সূঁচ থেকে আধুনিকতম যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম—আমরা সবরকম জিনিসই তৈরী করি।

যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়াকে বাদ দিলে আমাদের দেশে যত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বিজ্ঞানী ও যন্ত্রকুশলীবিদ্ আছেন এমন আর বিশ্বের অন্য কোনো দেশে নেই। বহু উন্নতিশীল দেশে আমাদের সাহায্যে যৌথ শিল্প উদ্যোগ চালু করা হচ্ছে।

আমাদের কৃতিত্ব
আমাদের গৌরব

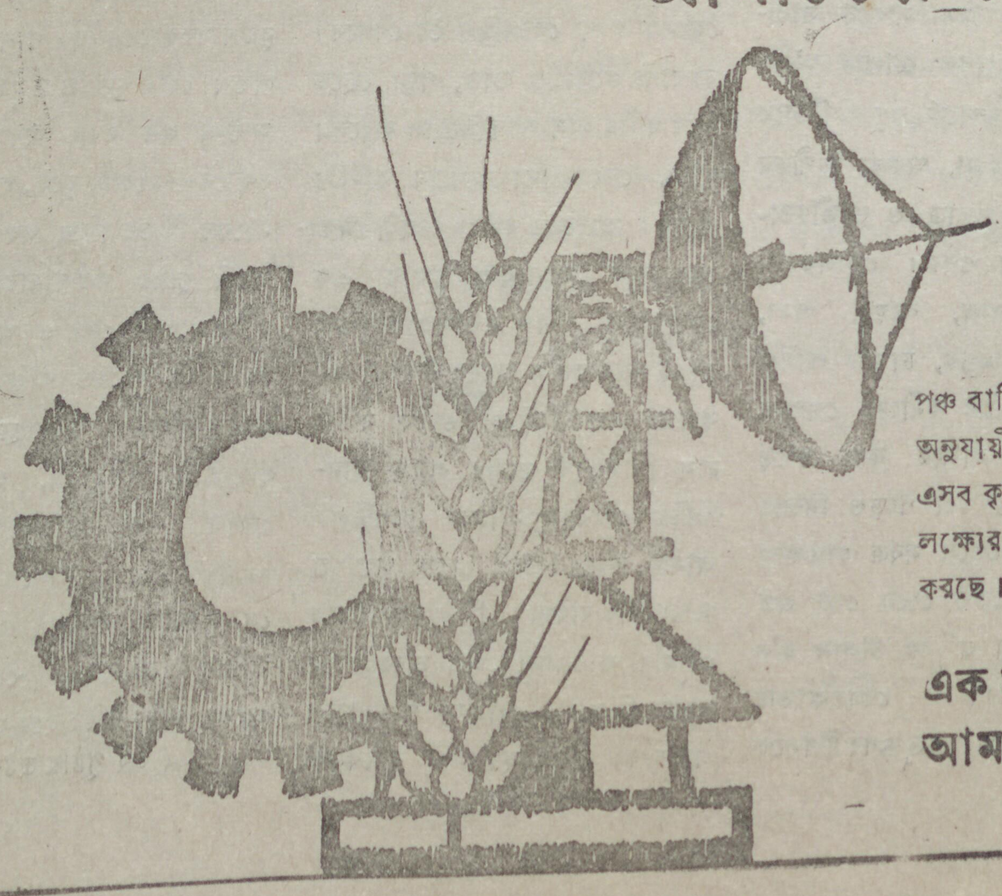

পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনা ও বিশ-দফা কার্যসূচী অনুযায়ী যে লক্ষ্য আমরা সামনে রেখেছি, এসব কৃতিত্ব আমাদের সুদক্ষ করে তুলছে এবং লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যেতে অনুপ্রাণিত করছে।

এক সুদৃঢ় ভবিষ্যতের দিকে
আমরা এগিয়ে চলেছি

davp 83/141

মৃতদেহের গন্ধে পল্লী অস্বাস্থ্যকর

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জ মর্গের বে ও য়া রি শ মৃতদেহ নিয়ে সংশ্লিষ্ট পল্লীর বাসিন্দারা অতীষ্ট হয়ে উঠেছেন। সৎকারের অভাবে ওই দেহগুলি পচে গলে গন্ধ ছড়াচ্ছে। এক অ্যাডভোকেট রবিবার রাত্রে এ ব্যাপারে জঙ্গিপুর হাসপাতালের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে তাঁরা জানান, এস ডি ও অফিস থেকে ডোমেদের টাকা না দেওয়ায় তারা বডি সরাতে চাইছে

অগ্নিফৌজ এ্যাথলেটিক ক্লাবের

রজত জয়ন্তী উৎসব

রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ

এই ক্লাবের প্রাক্তন সদস্য ও শুভাকাঙ্খীদের প্রতি আবেদন, যাতে এই অনুষ্ঠান সর্বাঙ্গসুন্দর রূপ নেয় সেজন্য তাঁদের প রা ম র্শ গ্রহণযোগ্য এবং সকল অনুষ্ঠানে তাঁদের উপস্থিতি একান্তভাবে কাম্য।

অনুষ্ঠান পরিচিতি :

প্রথম পর্ব : ১৬ই ভাদ্র শুক্রবার (২রা সেপ্টেম্বর '৮৩)—প্রভাত ফেরী ৪-৩০ মিঃ, পতাকা উত্তোলন ৬-৩০ মিঃ, ক্লাব সভ্য-সভ্যাবৃন্দ কর্তৃক শহর পরিক্রমা ৭-০০, সাফাই অভিযান ৯-৩০ মিঃ। সান্ধ্য অনুষ্ঠান ২৫টি মশালসহ রাস্তা দৌড় ৭-০০, ব্রতচারী ও বিচিত্রানুষ্ঠান ৭-৩০ মিঃ।

১৭ই ভাদ্র শনিবার—সাফাই অভিযান ৭-০০। সান্ধ্য অনুষ্ঠান—জিমন্যাসটিক প্রদর্শনী ৭-০০।

১৮ই ভাদ্র রবিবার—সাফাই অভিযান ৮-০০, ক্লাব সদস্যদের প্রীতি ফুটবল বৈকাল ৪-০০ এস ডি ও কোর্ট ময়দান। সান্ধ্য অনুষ্ঠান—পরে ঘোষিত হবে।

১৯শে ভাদ্র সোমবার—রক্তদান সকাল ১০টা। সান্ধ্য অনুষ্ঠান—পরে ঘোষিত হবে।

দ্বিতীয় পর্ব : দুর্গাপূজা ও প্রদর্শনী ২৫শে আশ্বিন—২৯শে আশ্বিন।

তৃতীয় পর্ব : প ঙ্কজ মেমোরিয়াল রাণিং শীল্ড ও রাখালচন্দ্র ঘোষ মেমোরিয়াল রাণিং কাপ ফুটবল প্রতিযোগিতা—তারিখ পরে ঘো ষি ত হবে।

চতুর্থ পর্ব : ক লি কা তা র প্রথম বিভাগীয় ফুটবল প্রদর্শনী—দিন পরে ঘোষিত হবে।

পঞ্চম পর্ব : তিন রাত্রিব্যাপী কলিকাতার যাত্রা অনুষ্ঠান—দিন পরে ঘোষিত হবে।

না। পরে ঘটনাটি তিনি এস ডি ও এবং এস ডি পি ও'র নজরে আনেন এবং ঘেরাও-এর হুমকী দেন। ফলে সোমবার মর্গের কয়েকদিন ধরে পরে থাকা মৃতদেহটি সরিয়ে নিলে বাসিন্দারা হাঁফ ছাড়েন।

রেলে আত্মহত্যা

বাণীপুর : গত ১১ আগষ্ট ভোরে মিয়াপুরে ৩৩১ আপ গয়া প্যাসেঞ্জারে লাইনে মাথা দিয়ে রঘুনাথগঞ্জের বকু সেখ (৪০) নামে এক রি ক্সা ও য়া লা আত্মহত্যা করেছে।

অ ন ঘ

একটি অনন্য সাহিত্য সংকলন

বেরোয় প্রত্যেক ইংরেজী মাসের ৭ তারিখে। যোগাযোগ : সম্পাদক, অনঘ/পণ্ডিত প্রেস, র ঘু না থ গ ঞ্জ, মু র্শি দা বাদ।

ফ্রি সেলে নন লেভি এ সি সি সিমেন্ট রঘুনাথগঞ্জ ও জঙ্গিপুরে আমরা সরবরাহ করে থাকি কোম্পানীর অনুমোদিত ডিলার

ইউনাইটেড ট্রেডিং কোং

প্রোঃ রতনলাল জৈন

পোঃ জঙ্গিপুর (মুর্শিদাবাদ)

ফোনঃ অঞ্জ ২৭, রঘু ১০৭

বিজ্ঞপ্তি

আমি নারায়ণচন্দ্র মণ্ডল, পিতা ভক্তিভূষণ মণ্ডল, সাং জালবান্দা, থানা সাগরদীঘি, জেলা মুর্শিদাবাদ। আমি ধলসা গ্রাম সভার ৪ জালবান্দা গ্রামের বোথারা ১নং গ্রাম পঞ্চায়েতের কং-ই প্রার্থী ছিলাম এবং জয়লাভ করি। কিন্তু উক্ত দলের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া আমি দল ত্যাগ করি এবং প্রকাশ্যে ইহা ঘোষণা করি। বর্তমানে কংগ্রেস দলের সহিত আমার কোন সম্পর্ক নাই বা ভবিষ্যতে থাকিবে না। উক্ত মর্মে অত্র পত্রিকাসহ বিভিন্ন পত্রিকায় আমি ঘোষণা দিলাম।

বিজ্ঞপ্তি

আমি ফজলে রাব্বি, পিতা ফাইমুদ্দিন মণ্ডল, সাং বোথারা কংগ্রেস দলের প্রার্থী হিসাবে বোথারা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রার্থী ছিলাম এবং জয়লাভ করি। কিন্তু উক্ত দলের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া আমি উক্ত দল ত্যাগ করি এবং প্রকাশ্যে ইহা ঘোষণা করি। বর্তমানে কংগ্রেস দলের সহিত আমার কোন সম্পর্ক নাই বা ভবিষ্যতে থাকিবে না। উক্ত মর্মে অত্র পত্রিকাসহ বিভিন্ন পত্রিকায় আমি ঘোষণা দিলাম।

বিজ্ঞপ্তি

আমি বসিরুদ্দিন মণ্ডল, পিতা হোসেনবক্স মণ্ডল, সাং নওদা, পোঃ গনকর, থানা রঘুনাথগঞ্জ, জেলা মুর্শিদাবাদ। বিগত পঞ্চায়েত নির্বাচনে আমি রঘুনাথগঞ্জ ১নং পঞ্চায়েত সমিতির মির্জাপুর বি কেন্দ্র হইতে সি পি এমের সদস্য রূপে নির্বাচিত হইয়াছিলাম। অদ্য হইতে সি পি এম দল পরিত্যাগ করিলাম। আমি আরো মনে করি একমাত্র ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস দল কল্যাণ করিতে সক্ষম। সেই জন্য অদ্য হইতে আমি কংগ্রেস (ই) তে যোগদান করিলাম।

স্বাধীনতা দিবসের অঙ্গীকার

যে অগণিত শহীদ ও দেশবাসীর অবিরাম সংগ্রাম, আত্মত্যাগ ও আত্মাহুতির ফলে আমাদের দেশ বহু আকাঙ্খিত আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার অর্জন করেছে, স্বাধীনতার ৩৬তম বার্ষিকীতে আজ আমরা তাঁদের কথা কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করছি। কিন্তু দেশকে শোষণ, বঞ্চনা আর কায়েমী স্বার্থবাদীদের হাত থেকে মুক্ত করে লক্ষ লক্ষ দেশবাসীর জীবনে স্বাধীনতার সুফল পৌঁছে দেওয়ার জন্য নতুন সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্য আজও অপূর্ণ। আজও দেশের বিভিন্ন প্রান্তে বিভেদকামী শক্তি ধর্ম, জাতপাত আর গোষ্ঠীগত নানা সংকীর্ণ দাবী তুলে জাতীয় সংহতি ধ্বংস করতে সচেষ্ট।

বামফ্রন্ট সরকার পশ্চিমবঙ্গে জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে এবং শোষক শ্রেণীর বিরুদ্ধে জনগণের জীবন ও জীবিকার সংগ্রামের শরিক হয়েছে। জাতীয় সংহতির আদর্শ রূপায়ণে দৃঢ়তার ফলেই পশ্চিমবঙ্গ আজ আঞ্চলিকতা, সাম্প্রদায়িকতা ও জাতিবিদ্বেষ মুক্ত।

আমরা বিশ্বাস করি জনগণের নিরবচ্ছিন্ন সতর্কতা ও ঐক্যবদ্ধ প্রয়াসই জাতীয় সংহতি, ঐক্য ও অখণ্ডতা রক্ষায় সক্ষম।

এই শুভদিনে আমরা জনগণের প্রতি আমাদের পূর্ণ আস্থার কথা আর একবার ঘোষণা করছি।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, মুর্শিদাবাদ।

ভূমিকা নিয়েছে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

সোচ্চার হতেন, জনগণের দীর্ঘ সংগ্রামের মধ্য দিয়ে অর্জিত গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা এবং সম্প্রসারণের প্রতিশ্রুতি দিয়ে যারা ক্ষমতাসীন, সেই বামফ্রন্ট আমলেই এই ধরনের বর্বর, ও বে-নজীর পুলিশী অত্যাচার সাধারণ মানুষকে প্রত্যক্ষ করতে হয়েছে। গণ-আন্দোলনকে দমনের সময় প্রতিক্রিয়াশীলরা যেভাবে কথা বলে থাকেন, জ্যোতিবাবুরাও আজ সেই সুরেই কথা বলছেন। অচিন্ত্যবাবুর প্রশ্ন, ডোমকল ও লালবাগ লক-আপে বন্দীদের যেভাবে অমানুষিক নির্যাতন করা হয়েছে তা কি আইন সঙ্গত? বেলডাঙ্গায় যেভাবে গুলি চালানো হয়েছে, হরিহরপাড়ায় পুলিশ যেভাবে দোকানপাট ভাঙচুর করেছে, মসজিদ ও সিনেমা হলে হামলা চালিয়েছে তা কি আইনের নির্দ্দেশেই?' অচিন্ত্যবাবুর দাবী—এত সব সত্ত্বেও এস ইউ সি কর্মীদের সঙ্গে হাজার হাজার সাধারণ মানুষ যোগ দিয়ে বাসভাড়া বৃদ্ধি প্রতিরোধে যেভাবে আন্দোলনে নেমেছেন তা ঐতিহাসিক এবং অভিনন্দন যোগ্য। তিনি জানান, মুরশিদাবাদের জেলা শাসক এস ইউ সি'র কাছে ৩ আগষ্ট বাসভাড়া সম্পর্কে দলের মতামত জানতে চেয়েছিলেন। চিঠির উত্তর দেওয়া হয়েছে। সরকারী সিদ্ধান্তের জন্য ২০ আগষ্ট পর্যন্ত অপেক্ষা করা হবে। এর পর থেকে ছাত্র-যুবরা আন্দোলনে নামবেন। ২৫ আগষ্ট বহরমপুর বাস-ষ্ট্যাণ্ড অবরোধ করা হবে। অচিন্ত্যবাবু এই আন্দোলন সফল করে তোলার জন্য জনসাধারণকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন।

রেল দপ্তরে রহস্যাবৃত

(১ম পৃষ্ঠার পর)

উঠেছে। সম্প্রতি ধুলিয়ান পি ডবলু আই শাখার যে বড়বাবুকে সাসপেণ্ড করা হয়েছে জানা গেছে, ডাঃ প্রবীর সাহা তারই ভাইপো। রেল বিভাগের একাংশ চাইছেন এ নিয়ে পূর্ণাংগ তদন্ত হোক। আমাদের কাছে রক্ষিত প্রবীরবাবুর দেওয়া সার্টিফিকেটে তাঁর রেজিষ্টার্ড নম্বর লেখা রয়েছে ৩৫৪১২। অন্যত্র কর্মরত থেকেও কিভাবে ওই নব সার্টিফিকেট ঢালাওভাবে দেওয়া হ'ল তা রহস্যাবৃত। এগুলি আসল কিনা তা তে ও সন্দেহ রয়েছে। অনেকেরই ধারণা, এ ব্যাপারে তদন্ত হলে কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে সাপ বেরিয়ে পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

শোক সংবাদ

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জ শহরের প্রবীণ শিক্ষক গোবিন্দপ্রসাদ গুপ্ত ৭ আগষ্ট ৭৮ বছর বয়সে বহরমপুর হাসপাতালে পরলোকগমন করেছেন। মৃত্যুকালে তিনি এক ছেলে ও চার মেয়ে রেখে গেছেন। তিনি দীর্ঘদিন জঙ্গিপুর ও রঘুনাথগঞ্জ হাই স্কুলে শিক্ষকতা করেন। গোবিন্দবাবুর মৃত্যুতে স্থানীয় স্কুলগুলিতে ছুটি ঘোষণা করা হয়।

গত ১১ আগষ্ট অরঙ্গাবাদের প্রবীণ শিক্ষক যুধিষ্ঠির সরকার ৯৯ বছর বয়সে লোকান্তরিত হয়েছেন। শ্রীসরকার ওই অঞ্চলে বৈষ্ণব সাহিত্যের বিদগ্ধ পণ্ডিত হিসেবে সুপরিচিত ছিলেন। তাঁর রচিত কয়েকখানি পুস্তকের মধ্যে 'যুগধর্ম' উল্লেখযোগ্য। অরঙ্গাবাদ ও নিমতিতা বালিকা বিদ্যালয়ে শিক্ষকতার কাজেও তিনি প্রশংসা অর্জন করেন। তাঁর মৃত্যুতে অরঙ্গাবাদ এলাকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি বন্ধ রাখা হয়।

ভাঙ্গন বিস্তৃত

(১ম পৃষ্ঠার পর)

সি পি এমের পক্ষ থেকে জঙ্গিপুরের এস ডি ও'র কাছে ভাঙ্গনে ক্ষতিগ্রস্তদের আপতকালীন সাহায্য দেওয়ার দাবী জানানো হয়েছে। দলের পক্ষ থেকে দুই নেতা ক্ষতিগ্রস্তদের স্থায়ী পুনর্বাসনের জন্য খাস জমি বণ্টন ও আর্থিক ক্ষতিপূরণ দেবার জন্যও এস ডি ও'র কাছে প্রস্তাব রাখেন। এস ডি ও এ ব্যাপারে উর্ধতন কর্তৃপক্ষকে জানাবেন বলে ঐ নেতাদের আশ্বাস দেন।

স্বাধীনতা দিবস

নিজস্ব সংবাদদাতা : সোমবার জঙ্গিপুর মহকুমার সর্বত্র যথাযোগ্য মর্যাদায় স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন করা হয়। সাগরদীঘির বালিয়ায় সারাদিন ধরে নানা অনুষ্ঠান হয়। সুভাষচন্দ্রের বাণী পাঠ, পতাকা উত্তোলন প্রভৃতি অনুষ্ঠান হয় সেখানকার প্রাথমিক স্কুলগুলিতেও। রঘুনাথগঞ্জ বিবেকানন্দ পাঠচক্র ওই দিন শহরে রাস্তার দু' পাশে কিছু গাছের চারা রোপণ করেন। এ ব্যাপারে সাহায্য করেন স্থানীয় ষ্টেট ব্যাংক শাখা। ছোটকালিয়াই শ্রী অরবিন্দ পাঠাগারের সভ্যরা ওই দিন গ্রাম প্রদক্ষিণ করেন। পতাকা উত্তোলন ও ছেলেমেয়েদের মিষ্টিমুখও করানো হয়। রঘুনাথগঞ্জ বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রীরা প্রতি বছরের মত এবারেও ঘরোয়া অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতার দিনটি পালন করেন।

নিলামের ইস্তাহার

চৌকি জঙ্গিপুর ১ম মুন্সেফী আদালত
নিলামের দিন ২৯শে আগষ্ট, ১৯৮৩
মোকর্দমা নং M. Ex. 9/82
ডিগ্রিদার জান মহম্মদ মিস্ত্রী
দেনদার আবু বাক্কার সেখ দিং
দাবী ২৭৭০ পঃ থানা রঘুনাথগঞ্জ
মৌজে দফরপুর ৮ একর মধ্যে ১ বিঘা তন্মধ্যে ২ শতক। দাগ নং ৩৫৮১ খং নং ১৮২৬ আঃ ২০০ টাকা।

NOTICE

It is notified for all concerned that the tender notice No. 1 of 1983-84 issued in this office No. 973 (26) dated 18. 6. 83 is cancelled.

Sd/- **B. K. Dasgupta**
Executive Engineer
Ganga Anti Erosion Division
Raghunathganj, Murshidabad

Memo No. 1316 (3) Dated 4. 8. 83

ফোন : ১১৫
সকলের প্রিয় এবং বাজারের সেরা
ভারত বেকারীর শ্লাইস ব্রেড
মিয়াপুর * ঘোড়শালা * মুর্শিদাবাদ

বসন্ত মালতী

রূপ প্রসাধনে অপরিহার্য

সি, কে, সেন এ্যাণ্ড কোং লিমিটেড

কলিকাতা ॥ নিউ দিল্লী

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) পণ্ডিত প্রেস হইতে
অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত মুদ্রিত ও প্রকাশিত।